গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
এন্টি টেররিজম ইউনিট
বাড়ী নং-৩৫, সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ, ব্লক-কে,বারিধারা, ঢাকা-১২১২
www.atu.police.gov.bd

স্মারক নং- পিআর ৮৮/২১

তারিখ: ১০ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৫ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি.

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: এন্টি টেররিজম ইউনিট কর্তৃক ৯১,০৮৫ পিস ইয়াবা ও জীপ গাড়িসহ একজন ইয়াবা পাচারকারী গ্রেফতার।

বিভিন্ন জেলায় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহকালে এন্টি টেররিজম ইউনিট (এটিইউ) এর একটি দল নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ২৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ আনুমানিক রাত ০৯.৩০ ঘটিকায় নীলফামারী জেলার সদর থানাধীন বড় বাজার ট্রাফিক মোড় এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে একটি টয়োটা জীপ গাড়ির সিলিন্ডার থেকে অভিনব কায়দায় পাচারকালে ৯১,০৮৫ পিস ইয়াবাসহ ০১ (এক) জন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ীর নাম- ইমরান হোসেন (৪২), পিতা- মৃত রফিক উদ্দিন, গ্রাম- দাড়িপাতন, থানা- গোলাপগঞ্জ, জেলা- সিলেট। গ্রেফতারকালে তার নিকট থেকে ৯১,০৮৫ পিস ইয়াবা, মাদক পাচারের কাজে ব্যবহৃত গাড়ি ও ৭২০০ টাকা জব্দ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে জব্দ করা ইয়াবার এটি অন্যতম বড় চালান।

গ্রেফতারকৃত ইমরান হোসেন গত ২১/১২/২০২১ খ্রি. কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থানাধীন সাবরাং এলাকার জুবায়ের জুয়েল (৩০) এর কাছ থেকে ইয়াবা সংগ্রহ করতে যায়। জোবায়ের জুয়েল টেকনাফ থানার সাবরাং এলাকার চিহ্নিত মাদক সম্রাট। নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা হয়ে নীলফামারী জেলাসহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তার ইয়াবা পাচারের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে। বগুড়া জেলার সদর থানাধীন ফুলবাড়ি এলাকার মো: বিপুল (৩৬), পিতা- হায়দার আলী, মাতা- শাহেদা বেগম ও নীলফামারী জেলার সদর থানাধীন সুজন (৩৫) এই দুইজন ও সহযোগীগণ বগুড়াসহ দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে ইয়াবা পাচারের সাথে যুক্ত। তাদের নির্দেশে গ্রেফতারকৃত ইমরান হোসেন ইয়াবার চালান কক্সবাজারের জুবায়ের জুয়েলের কাছ থেকে এনে তাদের সরবরাহ করত। এবারের চালানটি নিয়ে সে ২৪/১২/২০২১ খ্রি. কক্সবাজার থেকে রওনা করে। মাদক সম্রাট জুবায়ের জুয়েল অভিনব কায়দায় গাড়ির গ্যাস সিলিন্ডারের ভিতরে ইয়াবা প্যাকেট করে দেয়। এভাবে ইতিপূর্বেও বেশ কয়েকটি ইয়াবা চালান টেকনাফ-চট্টগ্রাম-গাজীপুর-সিরাজগঞ্জ হয়ে বগুড়া ও নীলফামারীতে সুজন ও বিপুলের কাছে পৌঁছে দিয়েছে গ্রেফতারকৃত ইমরান। তারা ৪ জন ও অন্যান্য কয়েকজনের সহযোগীতায় দীর্ঘদিন ধরে এইভাবে টেকনাফ থেকে ইয়াবা এনে নীলফামারী, বগুড়া ও উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে পাচার করে আসছিল। উত্তরাঞ্চলের যুব সমাজের ইয়াবা সেবন ও ধ্বংসের পিছনে এই চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এন্টি টেররিজম ইউনিটের গোয়েন্দা নজরদারীতে টেকনাফ থেকে উত্তরাঞ্চলে মাদক পাচারকারী এই চক্রটির কার্যক্রম ধরা পরে। সরকারঘোষিত মাদক ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স পলিসি'র অংশ হিসেবে এন্টি টেররিজম ইউনিট এই অভিযানটি পরিচালনা করে। নীলফামারী সদর থানা পুলিশ এই অভিযানে এন্টি টেররিজম ইউনিটকে সহায়তা করেছে।

কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থানাধীন সাবরাং এলাকার জুবায়ের জুয়েল, বগুড়া জেলার সদর থানাধীন ফুলবাড়ি এলাকার মো: বিপুল ও নীলফামারী জেলার সদর থানাধীন সুজন এরা প্রত্যেকেই চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী এবং একাধিক মাদক মামলার আসামী। গ্রেফতারকৃত ইমরান হোসেন ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় নীলফামারী সদর থানায় মামলা নং-১৭, তারিখ- ২৫/১২/২০২১ খ্রি. দায়ের করা হয়েছে।

২৫/১২/২০২১

(মোহাম্মদ আসলাম খান)
পুলিশ সুপার
(মিডিয়া অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস)
এন্টি টেররিজম ইউনিট,
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
Email: atu.spma@police.gov.bd